আরণ্যক

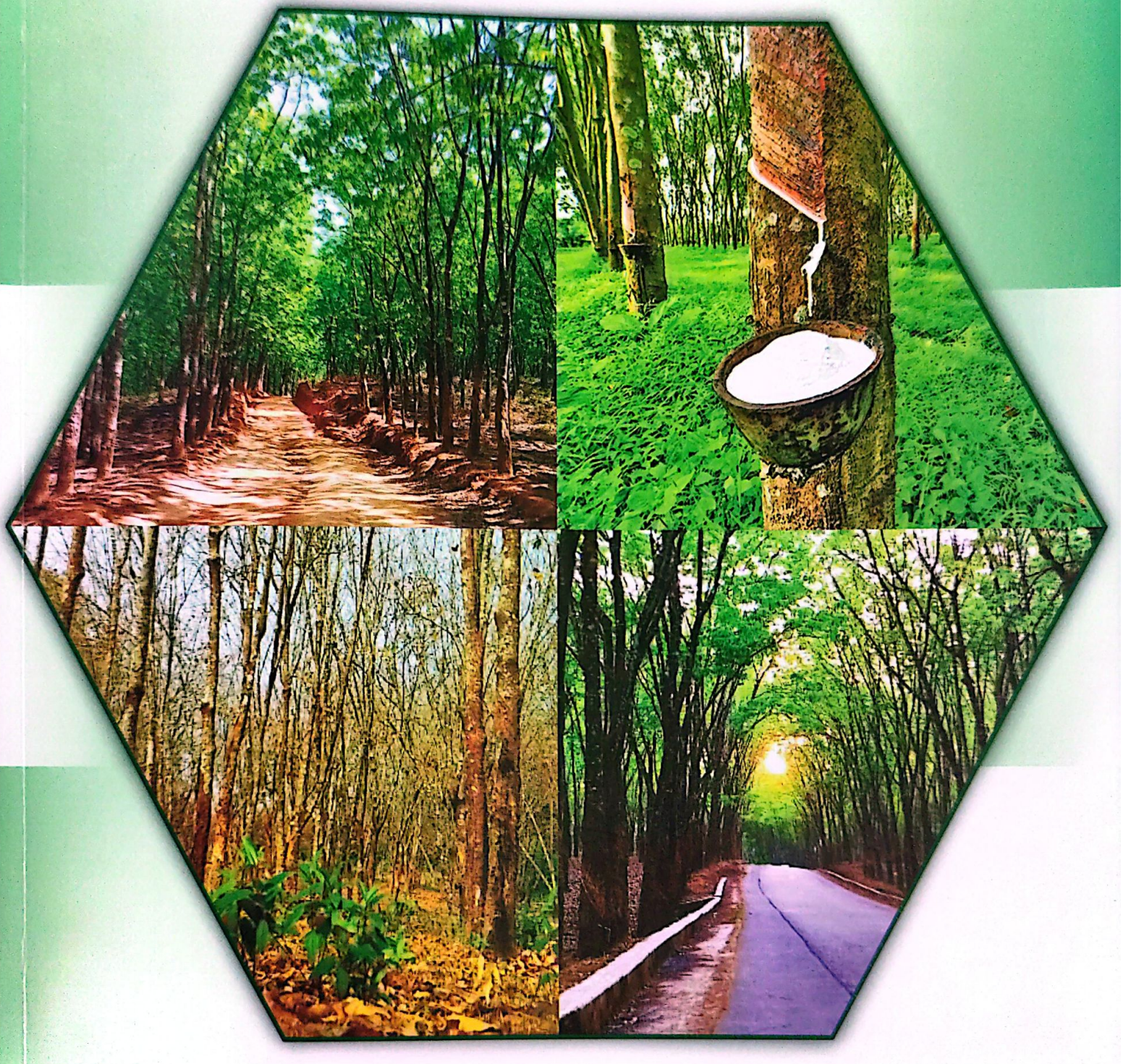

১ম মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

আরণ্যক

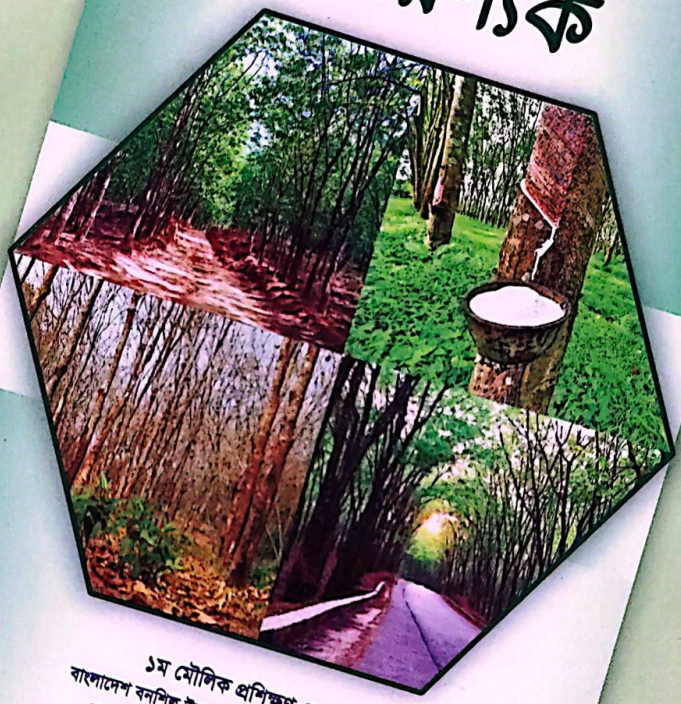

১ম মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

আরণ্যক

উপদেষ্টা

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

কোর্স পরিচালক

ড. সফিকুল ইসলাম
উপরিচালক (উপসচিব)
আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মায়মুনা বিনতে মাসুদ
কোর্স সমন্বয়ক
আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

সম্পাদনায়

মোঃ আরিফুর রহমান

স্যুভেনির কমিটি

মোঃ আরিফুর রহমান	(সভাপতি)
মোঃ ওবায়দুল্লাহ্	(সদস্য)
মিলন কুমার পাল	(সদস্য)
বিজন রায়	(সদস্য)

আলোকচিত্র

কাওছার হোসাইন

প্রকাশকাল

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

ডিজাইন ও মুদ্রণ

স্রোত এ্যাডভার্টাইজিং ঢাকা
srout.ac@gmail.com
7192316-7, 01819251898

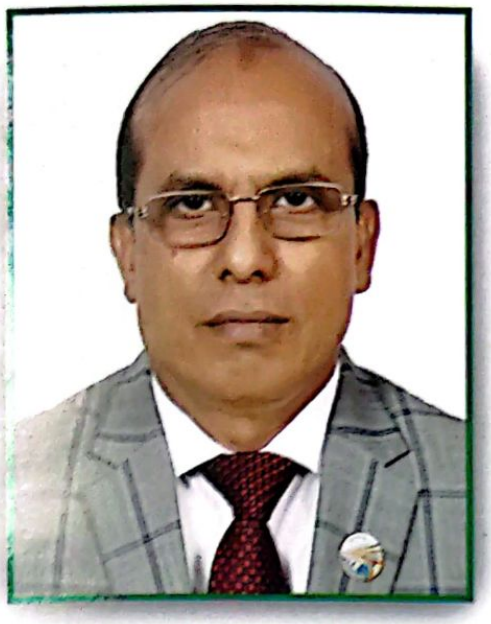

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ বনশিল্প উনয়ন কর্পোরেশনের (বিএফআইডিসি) কর্মকর্তাদের জন্য আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরপিএটিসি), ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত ১ম মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ তাঁদের প্রশিক্ষণকালীন স্মৃতিময় দিনগুলোকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ সৃজনশীল প্রচেষ্টার জন্য আমি তাঁদের সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং তাঁদের সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করছি।

বিএফআইডিসির কর্মকর্তাদের ক্রমাগত পেশাগত উন্নয়নে প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি বিশ্বাস করি, মৌলিক প্রশিক্ষণটি বিএফআইডিসি কর্মকর্তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ করবে, যা বাংলাদেশে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়াতে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং কার্যকর সমাধানের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প-২০৪১ -এর অন্যতম লক্ষ্য বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ তথা স্মার্ট বাংলাদশ প্রতিষ্ঠিত করতে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন বলে আমি প্রত্যাশা করি ।

পরিশেষে আমি এই সৃজনশীল প্রচেষ্টার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ

কোর্স পরিচালক
১ম মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)
আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঢাকায় বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএফআইডিসি) কর্মচারীগণের জন্য আয়োজিত ১ম মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স পরিচালক হিসাবে এটা আমার জন্য খুবই আনন্দের যে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাঁদের কোর্স সমাপনী উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্তসূচি ও প্রশিক্ষণের কঠোর শৃঙ্খলা অনুসরণের বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন করেও এমন সৃজনশীল উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য আমি তাঁদের সাধুবাদ জানাচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র সরকারের অঙ্গীকার ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনদরদি গণমুখী দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অংশ হিসাবে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মানদণ্ড অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ প্রথিতযশা প্রশিক্ষকের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনে আমরা সচেষ্ট ছিলাম। প্রশিক্ষণার্থীগণও এ বিষয়ে ইতিবাচক ও প্রশংসনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। এজন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্মস্থলে ফিরে সততা ও দক্ষতার সাথে দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের ভিশন বাস্তবায়ন তথা উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করবেন বলে আমি প্রত্যাশা করি।

প্রশিক্ষণার্থীগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

১২.২.২৪

ড. সফিকুল ইসলাম

কোর্স সমন্বয়ক
১ম মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)
আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ বনশিল্প উনয়ন কর্পোরেশনের (বিএফআইডিসি) কর্মকর্তাগণ তাদের ১ম মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি স্যুভেনির প্রকাশ করতে চলেছে জেনে আমি আনন্দিত। আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় তাদের ২৬ দিনের থাকার মধুর স্মৃতির এটি একটি দারুণ প্রতিফলন হবে। সময় তার নিজস্ব গতিতে চলে যাবে, কিন্তু এই স্মৃতিচিহ্নটি প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে একটি শক্তিশালী এবং হৃদয়গ্রাহী বন্ধনের উৎস হিসেবে থাকবে। এ মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সটি কর্মকর্তাদের পেশাগত এবং ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি জ্ঞান, দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং সময়ানুবর্তিতার সংমিশ্রণ, যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ দক্ষ, দেশপ্রেমিক এবং পেশাদার সরকারি কর্মচারী হিসেবে নিজেদেরকে তৈরি করতে সচেষ্ট হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এ কোর্স তাদেরকে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের নেতৃত্ব গ্রহণে আত্মবিশ্বাসী ও সক্ষম করে তুলবে।

কোর্সের মধুর স্মৃতিকে ধারণ করে এমন একটি চমৎকার স্মৃতিচিহ্ন প্রকাশ করার জন্য আমি স্যুভেনির কমিটি এবং কোর্সের সকল অংশগ্রহণকারীদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

প্রশিক্ষণার্থীদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মায়মুনা বিনতে মাসুদ

সভাপতি
স্মরণিকা কমিটি
১ম মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরপিএটিসি), ঢাকা

সম্পাদকীয়

আরণ্যক নামক স্মরণিকাটিতে ১ম মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের ৩০ প্রশিক্ষণার্থীর অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে ২৬ দিনের এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই। এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে আর সকলের শুভকামনা সাথে করেই প্রকাশিত হলো আরণ্যক।

আরণ্যক আমাদের এই ২৬ দিনের প্রশিক্ষণটিকে স্মরণে রাখার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মধ্যেই প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকে ফিরে পেয়েছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া সাহিত্যিক মনটিকে। কম সময়ের জন্য হলেও উন্মোচন করতে পেরেছেন নিজেদের সুপ্ত প্রতিভাকে, যা হয়ত এতদিন ব্যস্ততার আড়ালে লুকিয়ে ছিলো।

সারাদিনের কর্মব্যস্ততার ফাঁকে সামান্য অবসরে আরণ্যক কাজ করেছে অনুপ্রেরণার মতো। কবির কবিতা, সাহিত্যের শাখা প্রশাখা, আলোকচিত্রকরের ক্যামেরার লেন্স যেন একযোগে তাল মিলিয়েছে সেই প্রেরণার হাত ধরেই ।

কোর্স ম্যানেজমেন্ট ও প্রশাসনের সাথে জড়িত সকলের সার্বিক দিকনির্দেশনা ও আন্তরিকতা, স্মরণিকা কমিটির সদস্যমণ্ডলির অক্লান্ত পরিশ্রম ও একাগ্রতা ছাড়া এ দুরূহ কাজ সম্ভব ছিলো না। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিলো সার্বিকভাবে পূর্ণতা দান করার।

এ স্মরণিকা আমাদের ২৬ দিনের স্মরণযোগ্য মুহূর্তগুলো ধরে রাখবে বলে আমি আশা করছি। সময়ের স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার বিনীত নিবেদন রইলো।

মোঃ আরিফুর রহমান

কোর্স পরিচালনা পর্ষদ

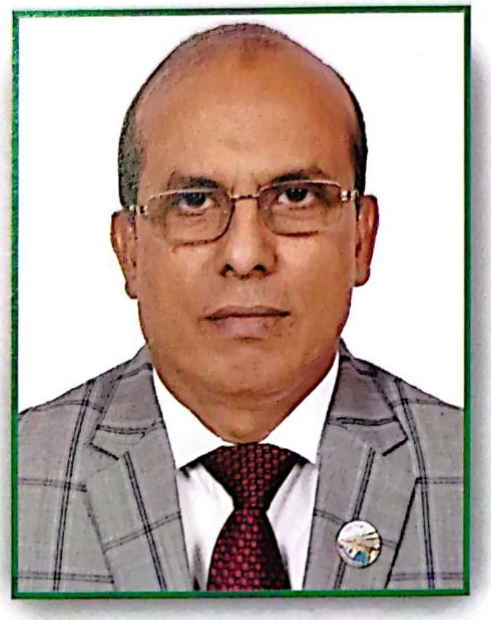

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
উপদেষ্টা

ড. সফিকুল ইসলাম
উপরিচালক (উপসচিব)
কোর্স পরিচালক

মায়মুনা বিনতে মাসুদ
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও অর্থ)
কোর্স সমন্বয়ক

স্মরণিকা কমিটি

তথ্য ও প্রযুক্তি কমিটি

ভ্রমণ কমিটি

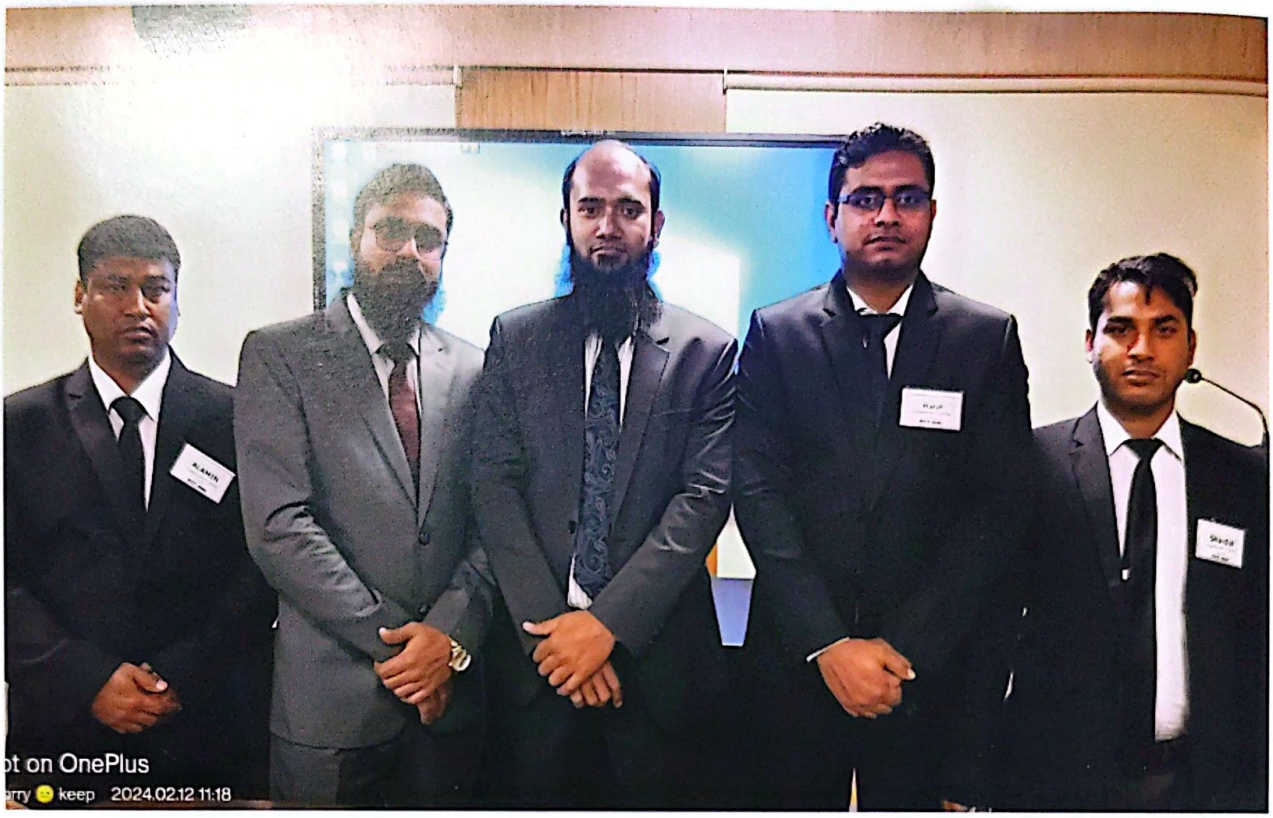

খেলাধুলা কমিটি

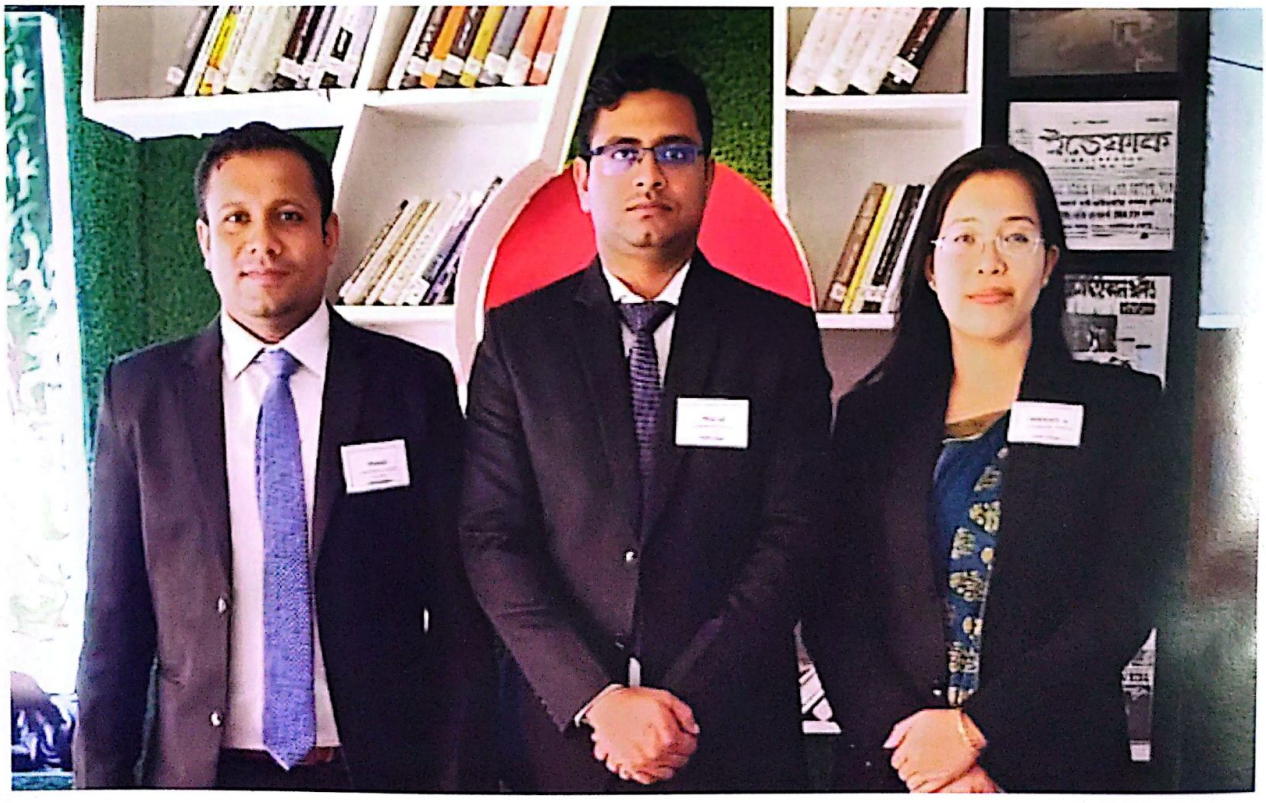

Md. Arifur Rahman
Assistant Field Superintendent
Kamlapur Rubber Bagan

Jamalpur
01674-802285
arifkubau@gmail.com

Md. Obaydullah
Assistant Field Superintendent
Tarakho Rubber Bagan
Chattogram

Brahmanbaria
01682-941188
obaydullahbfidc@gmail.com

Milan Kumar Paul
Assistant Field Superintendent
BFIDC, CMP, Mirpur, Dhaka

Natore
01749-636383
milanpaul.pust@gmail.com

Bijan Roy
Assistant Field Superintendent
BFIDC, Dantmara Rubber Bagan

Madaripur
01734-873888
bijanr873@gmail.com

Sabnaj Ara Samshin
Assistant Field Superintendent
BFIDC, CMP, Mirpur, Dhaka

Khulna
01735-371279
sabbo.samshin47@gmail.com

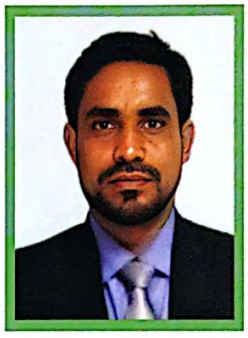

Md. Mizanur Rahman
Assistant Field Superintendent
Shatgao Rubber State, Moulovibazar

Gaibandha
01738-402070
rahmanmizan1507@gmail.com

Mahmuda Akter
Assistant Field Superintendent
BFIDC, Tangail-Sherpur Zone Office
Madhupur, Tangail

Mymensingh
01737-786234
mahmudaakter5968@gmail.com

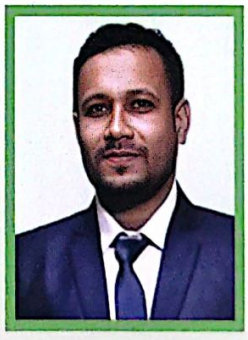

Md. Rasel Miah
Assistant Field Superintendent
Holdia Rubber Bagan
Raozan, Chattogram

Tangail
01746-682784
mr.rasel123@gma[illegible]

S. M. Jakir Ul Alam
Assistant Field Superintendent
BFIDC, Dantmara Rubber Bagan

Feni
01674-233861
jakireastuni@gmail.com

Md. Mahbu[illegible]
Assistant Field Su[illegible]dent
Vatera Rubb[illegible]

Nilphamary
01720-665911
mahbubul191@gmail.com

Md. Shohag [illegible]
Assistant Field Superintendent
Dabua Rubber Bagan
Raozan, Chattogram

Sirajgang
01683-036178
s.shohagrana7@gmail.com

Suzon Miah
Assistant Field Superintendent
BFIDC, Rupaichora Rubber Bagan

Mymensingh
01688-687622
suzonmia111@gmail.com

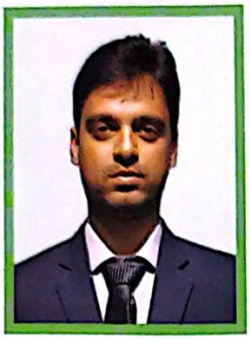

Md. Shamim Hasan
Assistant Field Superintendent
BFIDC, Pirgasa Rubber Bagan
Modhupur, Tangail

Khulna
01749-556776
Shamimku24@gmail.com

Md. Shariful Islam
Assistant Field Superintendent
BFIDC, Shahjibazar Rubber Bagan
Madhabpur, Habiganj

Rajshahi
01746-734398, 01515-647497
shariful.9159@gmail.com

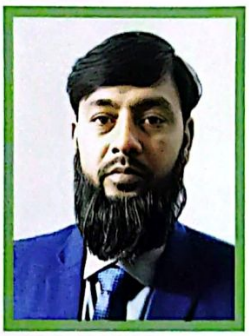

Md Abu Hannan
Assistant Field Superintendent
BFIDC, LPC, Kaptai, Rangamati

Sirajganj
01846-049333
hafsaishrat2022@gmail.com

Md. Maruf Khandaker
Assistant Field Superintendent
Pirgasa Rubber Bagan, Tangail

Narsingdi
01320-767837
marufkhandaker123@gmail.com

Md. Salauddin
Assistant Field Superintendent
BFIDC, Head Office, Dhaka

Magura Sodor
01724-434660
Salauddinbd1992@gmail.com

Md. Samiul Islam
Assistant Field Superintendent
Kanchanagar Rubber Bagan
Fatikchari, Chattogram

Nilphamari
01824-572942, 01737-493535
samiulis402@gmail.com

Md. Hayet Mahmud
Assistant Field Superintendent
Karnojhura Rubber Garden

Naogaon
01791-776259
hayetbfidc17522@gmail.com

Md. Mehedi Hasan
Assistant Field Superintendent
Rangamatia Rubber Bagan
Fatikchhari, Chattogram

Sirajganj
01746-061979
mehedihasanbau7[illegible]mail.com

Dipongker Sarkar
Assistant Field Superintendent
Shantoshpur Rubber Bagan
Mymensingh

Khulna
01742-049799
dipongkormondal@gmail.com

Md. Mofazzal Hossain
Assistant Field Superintendent
BFIDC, Dantmara Rubber Bagan
Fatikchari, Chattogram

Pabna
01737-553759
md.mofazzal23@gmail.com

Liton Kumar Das
Assistant Field Superintendent
BFIDC, Vatera Rubber Bagan
Khulaur. Moulovibazar

Habiganj
01737-757731
litonkdas18@gmail.com

Md. Shaidul Islam
Assistant Field Superintendent
BFIDC, Ramu Rubber Bagan
Ramu, Cox'sbazar

Ramu, Cox'sbazar
01853-773301
shaidulislam339@gmail.com

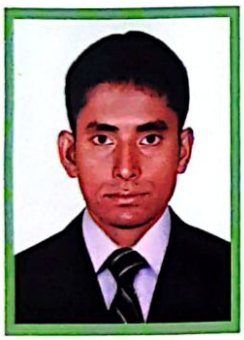

Md. Mustakin Rahaman
Assistant Field Superintendent
BFIDC, Raozan-Rangunia
Rubber Bagan, Chattogram

Naogaon
01737-869593
mustakinrahaman157@gmail.com

Rigan Barua
Assistant Field Superintendent
BFIDC, Chandpur Rubber Bagan

Chattogram
01820-240706, 01325-233342
riganbarua14.rb@gmail.com

Md. Faruk Hossain
Assistant Field Superintendent
BFIDC, Raozan Rubber Bagan
Chattogram

Dinajpur
01762-818302
faruk.dinajpur@gmail.com

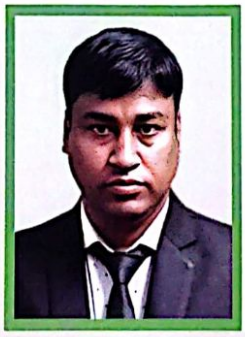

Md. Alamin
UDA
BFIDC, Head Office, Dhaka

Mymensingh
01773-164661
@gmail.com

Md. Al Mamun
Assistant Field Superintendent
BFIDC, Eastern Wood Works
Tejgaon, Dhaka

Jashore
01558-909610
almamunmmc@gmail.com

Mrary-u Marma
Assistant Accounts Officer
BFIDC, Head Office, Dhaka

Chattogram
01845-507786
ruleimarma@gmail.com

করোনা বিপ্লব

মোঃ ওবায়দুল্লাহ

করোনা তুমি করুণা কর, রহম কর মোদের,
তোমার কারণে দিশেহারা বিশ্বজাতি সকল
করোনা তুমি কেড়ে নিয়েছো যত,
'ভয় দিয়েছো তত, (করেছো) ঈশ্বর প্রেমী শত।
করোনা তুমি এসোনা আমার কাছে,
আমি তো আছি গৃহবন্দি-ঈশ্বর বন্দনাতে
করোনা তুমি কেড়ে নিয়েছো-গরিবের রুটির থালা,
দানিয়েছো অট্টালিকায় ধনীর বিলাসিতা।
(বিশ্বের) শত বছরের শ্রান্তি-লাঘব করেছো বটে,
বিদায় জানায় তব আমি নিরব অভিমানে।
পাড়ার যত রংবাজ বড় দাদা মাস্তান বটে,
হলো আজ স্বেচ্ছাসেবী তোমার আশীর্বাদে।
শহরের অলিগলি আছে যত রাস্তা,
হাট-বাজার কাঁচাবাজার যত লোকারণ্য,
সবকিছু যেন ফাঁকা ফাঁকা বায়ুদূষণ শূন্য।
অনাচার পাপাচার অবাধে দূষণ,
করোনায় বন্ধ-ঈশ্বরের পোষণ।

একাকিত্ব জীবন

মোঃ সালাউদ্দিন

এই ধরণীতে আমার কোনো বন্ধু নেই।
দুঃখগুলো হাত বাড়িয়ে নেওয়ার মতো
এমন কোনো প্রিয়জনও নেই।
দুঃখ সুখের সাথী কেবলই নিদাস নিভৃত।
এই শহরে জ্যামে বসে কারোর আলতো হাতের স্পর্শে
এলোমেলো চুলের গন্ধে মুগ্ধ হওয়ার কোনো কারণ নেই।
আমি এমনি মানুষ তবুও ছুটে চলছি অতি সন্তর্পনে।
মেঘের মতো ক্ষয়ে ক্ষয়ে ঝর্না ধারায় বৃষ্টি নামুক-
কেবলই বৃষ্টি নামুক।
তবুও আমার হৃদয়ের ঝড়গুলো শান্ত
করার মত কোনো সঙ্গী নেই।
সবুজ শিশিরের বুকে শুভ্রতার স্পর্শের মতন
তোমাকে নিতান্তই নিখাদ ভালোবাসি।
তবুও এই শহরে শুভ্র আর নিখাদ মস্তিষ্কের কোনো প্রেমিকা নেই।
ভালো থেকো ধরণী, ভালো থেকো এই শহর,
যদি পারো মনে রেখো আমায়।

পরিবর্তন

বিজন রায়

দূরত্ব বেড়ে যায়....সমস্ত প্রকৃতিতে!
-মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের মতই
ধীরে ধীরে সবার অলক্ষ্যে.....
দূরত্ব বেড়ে যায় কেবলই.....
মাটির সাথে আকাশের...
নদীর সাথে নাড়ীর!
প্রকৃতির সাথে পার্থিবের, নবজাতকের সাথে মৃত্যুর!
আর মানুষের সাথে মানুষের!

গাছ

শাবনাজ আরা শামসিন

গাছ আমাদের করে বিনয়ী
দেয় যে মানবতা;
ঐ গাছের মাঝে লুকিয়ে আছে
সবুজ নীরবতা।

জীবনরক্ষার মহাচেতনা
গাছের কাছে পাই,
ঐ মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস
গাছের কাছেও পাই।
আমরা বৃক্ষ নিধন করবো বন্ধ আনবো সফলতা।

গাছের শীতল ছায়ার আঁচল
জীবন আগলে রাখে,
ঐ গাছের ছোঁয়ায় রুগ্ন জীবন
প্রাণকে সজীব রাখে।
আমরা বৃক্ষ নিধন করবো না আর, আনবো সফলতা।

প্রকৃতি ও জীবন

মিলন কুমার পাল

সুন্দর প্রকৃতি, সুন্দর মন
গড়ে তোলে সুন্দর জীবন।
আসুন আমরা গাছ লাগাই,
প্রকৃতিকে বাঁচাই।
সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলি,
প্রকৃতিকে কাছ থেকে ভালবাসি।
প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হোক প্রতিটি প্রাণ,
এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

দুর্নীতির কীর্তন

মোঃ মাহবুবুল আলম

কথায় সুনীতি,
আন্তরেতে দুর্নতি।
অসৎ কাজে সূক্ষ্মভাবে,
চাই যে, নিজের উন্নতি।
মঞ্চ কাঁপিয়ে, বেশ লাফিয়ে,
করি শুধু নিজের স্তুতি।
অসৎ কাজে পরের বেলায়,
গলা কাপিয়ে হাত উচেয়ে
নিজ খরচে বলে বেড়াই।
নিজের বেলায় চুপ থাকা নয়,
সাথে অনেক যুক্তি।
প্রমাণ মোদের করতে হবে,
নেইতো মোদের এতে কোন আসক্তি।
সূক্ষ্মভাবে করে জালিয়াতি
হচ্ছে নিজের উন্নতি।
দেখছে নাতো কেউ,
মনে মনে হচ্ছে শুধু আনন্দের ঢেউ।
চাই যে মনের শুদ্ধাচার, ধর্মের বিকাশ
তবেই হবে সোনার দশে,
হবে দুর্নীতির সর্বনাশ।
আসবে মোদের জীবনে
সুনীতির সু-বাতাস।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

এস. সোহাগ রানা

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি),
রাবার উৎপাদনে ব্যস্ত থাকে যেন বারোমাসি ।
বিএফআইডিসি প্রতিষ্ঠিত দেশ স্বাধীনের আগে উনিশশো উনষাট সালে,
স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হয় ১১ই ফেব্রুয়ারি, উনিশশো পচাত্তরের কালে।
বিএফআইডিসি কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করেন যিনি,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই ব্যক্তি জাতির পিতা যিনি।
বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান;
বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকার প্রাণকেন্দ্র মতিঝিলে অবস্থান।
রাবার উৎপাদন বিএফআইডিসির যেন মূল লক্ষ্য,
কর্মকর্তা-কর্মচারীর সবাই মোরা এই কাজে দক্ষ।
গাছ থেকে কষ সংগ্রহের মাধ্যমে হয় রাবার প্রস্তুত,
গভীরভাবে ভাবলে সেই কাজ লাগে বড়ই অদ্ভূত।
বিএফআইডিসি সুরক্ষিত থাকুক যুগের পর যুগ ধরে,
দেশের অগ্রযাত্রায় অবদান রাখুক দৃঢ় সংকল্প করে।

উক্তি

মোঃ আল মামুন

'মানুষের পক্ষে সকল সপ্নই পূরণ করা সম্ভব,
যদি সে যথেষ্ট সাহসী হয়'।

'সবুজ পাতা, সবুজ প্রাণ
গর্বিত মোদের দেশ
সবুজ গাছ বাঁচিয়ে রাখবে
এ বিশ্ব পরিবেশ'।

'রাবার কাঠ শক্ত,
টেকসই ও উন্নতমানের।
আপনিও রাবার কাঠের আসবাবপত্র
ব্যবহার করুন'।

মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স

মাহমুদা আক্তার

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় আমাদের ২৬ দিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় মূলত মানুষ হিসেবে, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ও একজন সরকারি চাকুরিজীবী হিসেবে আমাদের মৌলিক জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও করণীয়-বর্জনীয় বিষয় সমূহ সম্পর্কে জানতে। সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা বৃদ্ধি, সরকারি চাকুরির আইন-কানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলা, আচরণ ও বিধিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করে উৎকৃষ্ট মানবিকতা সম্পন্ন দক্ষ ও স্মার্ট নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলাই হচ্ছে প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য।

আমরা চাকরি জীবনের প্রায় দুই বছর পার করছি। চাকুরির বিধি-বিধান নীতিমালা বিষয়ক জ্ঞান আমাদের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা দক্ষ হয়ে উঠবো ইনশাআল্লাহ। তবে প্রশিক্ষণের কিছু উল্লেখযোগ্য শিক্ষণীয় বিষয় যার ঘাটতি কম-বেশি আমাদের সবার মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। সেই বিষয়গুলো হচ্ছে manners, etiquet empathy building and psychological safety. আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মক্ষেত্রে অনেকেই অনেক সময় সবার প্রতি সহনশীল আচরণ করি না। অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার প্রয়োজন মনে করি না। নিজের ধারণা ও বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেই ও সঠিক বলে মনে করি। অপরের কাজ দেখে প্রশংসা করতে চাই না, অনুপ্রাণিত করতে পারি না।

কর্মক্ষেত্রে অসম্মানিত হলে অথবা নিজের প্রাপ্য সম্মান না পেলে সেখানে psychological safety বিরাজ করে না, সে ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে দূর্বল ও অনিরাপদ বলে মনে করে। সেটা পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রেও তাই। পরিবারে বড়-ছোট সবাই এবং কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন-অধস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রত্যেককেই সবার মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয়া উচিত। সবার মাঝে empathy build করা অত্যন্ত জরুরি।

ভুল-ত্রুটি সবার সামনে প্রকাশ করে অসম্মানিত না করে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে বা শাসন করে ভুল সংশোধনের সুযোগ করে দেওয়া উচিত। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বাবস্থায় ইতিবাচক ও সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। সর্বক্ষেত্রে সততা ও সৎ পথ অবলম্বন করে যার যার কাজ ও দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিক সময়ে যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

সবশেষে বলতে চাই কর্মস্থল ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় । কর্মস্থলে কাউকে প্রতিপক্ষ নয়, সহযোগী ভাবুন। পৃথিবীতে ও কর্মস্থলে আমরা কেউ স্থায়ী নই বরং আমাদের সুকর্মগুলোই স্থায়ী।

জবরদখল উদ্ধারঃ অবরুদ্ধ আমি ও আমার কলিগ

মোঃ আরিফুর রহমান (এ. এফ. এস)

মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ ২০২২, সাবেক বিদায়ী কোনো অতিথি বিভিন্ন বাগানের ম্যানেজারসহ উচ্চ পর্যায়ের অফিসারবৃন্দদের নিয়ে কাক ডাকা ভোরে সেলফি রোডে হাঁটতে গেলেন (ঐ সময় দাঁতমারা বাগানের ১২, ১৩, এবং ১৪ নং এলাকার দায়িত্বে ছিলাম আমি), যথারীতি দুইটা বাড়ি তাঁর চোখে পড়ে। এরপর বাড়ির মালিককে ডেকে বিদায়ী অতিথি কথা বলেন। বেটা মশাই আসলে জানতো না যে, সে কার সাথে কথা বলতে যাচ্ছে। এক কথা দু কথা- অতিথির মুখের উপর বেচারির ভাবলেশহীন যেন ড্যামকেয়ার ভাব। অতিথির সাথে যারা ছিলেন তারাও ব্যাপারটা ভালোভাবে নেয়নি। ফলে যা হবার তাই হলো। হুকুম তলব, বেলা ১১ টার মধ্যেই সেই বাড়ি ভেঙ্গে গাছপালা কেটে বাড়ির টিনের চাল-চটি ও বেড়া জব্দ করে ট্রাক্টরে করে যেন অফিস প্রাঙ্গণে নিয়ে আসি এবং বাড়ি-ভিটার ছবি তুলে যেন অতিথিকে দেখাই। ডাকা হলো মাঠকর্মী, ওয়াচার ও আনসারসহ সবাইকে। তখনো আমার এলাকায় টেপিং চলতেছিল। সব কাজ বন্ধ, সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের হুকুম, সবাই মিলে শুরু হলো ভাঙ্গা-যজ্ঞের খেলা। মুহূর্তের মধ্যে সেলফি রোড উৎসুক জনতার লোকে লোকারণ্য। কেউ ছবি তুলছে, ভিডিও করছে, বিভিন্ন দিকে ফোন, স্থানীয় লোকজন যে যেখানে পাচ্ছে খবর লাগাচ্ছে। আমরাও সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়ে ভাঙ্গা-যজ্ঞের অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

সবশেষে বেলা ১১.৩০ নাগাদ কাজ শেষ করে মাটি-ভিটার ছবি তুলে আরটিসি রেস্ট হাউসে উপস্থিত হই এবং দাঁত মারার সম্মানিত ডিজিএম স্যার আমাকে বিদায়ী অতিথির কাছে নিয়ে গেলেন এবং অতিথিকে যাবতীয় ঘটনার ভিডিও দেখাই। আমার চোখ-মুখ ভিজে লাল, সারা শরীর দিয়ে পানি পড়ছে। অবশেষে অতিথি মহোদয়ের কাছ থেকে পেলাম ইন্ড গ্রডাট্ট (Thanks good...) কিন্তু মনে মনে ভাবতেছিলাম, দাঁতমারা রাবার বাগানের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্থানীয় লোকজনের পাবলিক রিয়েকশন এত তাড়াতাড়ি শেষ হবার নয়। যাইহোক, অতিথি মহোদয়কে সালাম দিয়ে রেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে আসলাম পরবর্তী কাজে মনোযোগ দেওয়ার জন্যে। হুকুম আসলো পরদিন সকালেই সদ্য উদ্ধারকৃত ঐ বাড়ি ভিটায় গাছ লাগিয়ে দিতে হবে। আবারও মাঠকর্মী ও ওয়াচারদেরকে ডেকে পরামর্শ দিলাম সন্ধ্যার পর রাতের আঁধারে ট্রাক্টরের করে নার্সারি থেকে বড় বড় চারাগাছ নিয়ে ওই স্পটে রেখে আসার জন্য। যাতে পরদিন সকাল হতেই কাজ শুরু করে দিতে পারি।

যথারীতি পরদিন ফজর নামাজ পড়ে আমার বাগানের সম্মানিত ডিজিএম স্যারকে রিপোর্ট করেই কাজ শুরু করে দিলাম। স্যার আমার সাপোর্টসঙ্গী হিসেবে বিজন দাদাকে আমার সঙ্গে থাকতে বললেন। আমি সারাক্ষণ উপস্থিত এবং বিজন'দা নিজের এলাকার কাজের ফাঁকে ফাঁকে সারাক্ষণ আমার স্পটে আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকলেন। বলা বাহুল্য, যদিও কাজগুলো এগিয়ে নিয়েছিলাম কিন্তু আমার অধীন মাঠকর্মীদের চোখেমুখে কেমন যেন একটা শঙ্কা খুঁজে পেলাম। সবাই চুপচাপ, কারো মুখে কোন কথা নেই, খালি কাজ শেষ করার অপেক্ষায়। কারণ দাঁতমারা বাগানে অবৈধ দখল উদ্ধার বা যেকোনো ধরনের বাগান শাসন কাজে এই লোকগুলোর প্রাপ্ত তিক্ততার কোন অভাব নেই। গত তিন দিনে এই কাজগুলো করতে গিয়ে আমার মাঠকর্মী আমাকে অনেক বারই সতর্ক করেছেন, এর মধ্যে বেশ কিছু বেনামী ফোনও আসলো, কলিগ বিজন'দাও সতর্ক। কারণ বিগত কয়েক মাসে দাঁতমারা বিভিন্ন জবরদখল উদ্ধারসহ বিজন'দা, জাকির ভাই এবং আমি থানা-পুলিশসহ যথেষ্ট গুক্তহস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

চতুর্থ দিন, আমার এলাকার রাউন্ড শেষে বাইক থামিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করে ফেরার পথে... হঠাৎই স্থানীয় ক্লাব ঘরের সামনে বেশ কিছু তরুণ যুবক ও মধ্যবয়স্ক আমার বাইকের সামনে, ফোন দিতেই পিছনে পিছনে কলিগ বিজন'দাও হাজির। নিয়ে যাওয়া হলো সরকারি দলের নাম ভাঙ্গিয়ে চলা উঠতি যুবাদের ক্লাব ঘরের ভিতরে। বুঝলাম, বিধি বাম। আমি অমুক দলের অমুক, চেয়ারম্যানের তমুক, বড় দাদার চামুচ, হম্বো-দম্প নানান পরিচয়ই তুলে ধরা হলো আমাদের সামনে। আপনারা কোথাকার কি হয়ে গেছেন, দুদিন হলো আসছেন এলাকায়, আর যখন ইচ্ছা ঘর ভাঙ্গতেছেন, আপনারা জানেন আপনাদের বাপ-দাদার জন্মেরও আগে এরা এখানে বাড়ি করে থাকতেছে.. নির্বিকার আমি আর বিজন'দা। চুপচাপ শুধু দেখতেছিলাম, কেউ কেউ তো উদ্ধত মারমুখী, কিছু বলতে গেলেই যেন শুরু হয়ে যাবে এসপার-ওসপার। তারপরও পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে আমি আর বিজন'দা ফাঁকে ফাঁকে একটা দুইটা কথার উত্তর দিতে চেষ্টা করতেছিলাম তাও আবার খুবই সাবধানে। তারপর আমাদের শান্ত ভদ্র নীরবতায় ওরা একটু চুপ হলো এবং ওরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সাথে কথা বলতে লাগলো।

প্রচণ্ড গরম, একেতে নেই কারেন্ট, টিনশেড ক্লাব ঘরটার ভিতরে বসা যাচ্ছিল না। সময় বয়ে চলল, এক ফাঁকে আমি পাশের মসজিদে ওয়াশ করার নামে উঠে পাশের দোকান থেকে স্প্রাইট আর বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে নিজেই তাদের টেবিলের সামনে মেলে ধরলাম এবং বললাম যে, চলেন ভাই আমরা আগে একটু ঠাণ্ডা হই। বুঝলাম, ওষুধ ধরেছে-আশ্চর্য হলেও তারা একটু সম্মানিত বোধ করলো এবং লজ্জাও পেলো। আমিও সুযোগ নিলাম। শুরু করলাম **বাগান, পরিবেশ-পরিস্থিতি, ভূমি আইন, বাস্তবতা, সরকারের নব নব ভূমি সংস্কার আইন, পদক্ষেপের কথা**। বিজন'দাও বিভিন্ন থানা পুলিশ মামলা অভিজ্ঞতার কথাও শেয়ার করলেন। তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, যে কাজটি করা হয়েছে এটা আমরা না করলেও কিছুদিন পর সরকার পক্ষ থেকে টাস্ক ফোর্স গঠন করে এই ধরনের অবৈধ উচ্ছেদ উদ্ধার কাজ শুরু করবে এবং ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাগানে শুরু করেছে। মূলত এই বনটা থাকাতে স্থানীয় মানুষ তথা তাদের আপনজনদেরই যে কত প্রকার উপকার আসতেছে এবং ওই অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কতটা ভূমিকা রাখছে সবকিছুই তুলে ধরা হলো।

শুরুতেই বলেছিলাম, দাঁতমারা বাগানের পাবলিক রিয়েকশন এত সহজ না। ফোন দিলেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই ২৫-৩০টা মোটরসাইকেল যুগে ৮০-১০০ জন মারাঠা হাজির হতে ওদের বেশি সময় লাগে না। উল্লেখ্য যে, বিদায়ী অতিথি স্যারের নির্দেশে যে বাড়িটা ভাঙ্গা হয়েছে মূলত ঐ বাড়িটা আরো প্রায় ৬/৭ জন কর্তৃপক্ষের আগের থেকে গড়ে উঠেছে। মাঠকর্মীর বরাতে যতটুকু জেনেছি, মাঝখানে দু-একজন কর্তৃপক্ষ উক্ত বাড়ি সরানো নির্দেশ থাকলেও জোরালো কোনো পদক্ষেপ ছিল না। আর আমি যে সময়টাতে এসে ঐ অবৈধ বাড়িতে হাত দিলাম, এ সময় অতিথি মহোদয় এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা, থানার পুলিশ সবাই উপস্থিত ছিলেন। মূলত, সাবেক অতিথি মহোদয়ের এটা ছিল বিদায়ই গেট টুগেদার। তাই তাৎক্ষণিক কোনো প্রশাসনের সাপোর্ট প্রয়োজন হলে তখন সেটা সহজ ছিল বলেই ও রকম দীর্ঘদিনের একটা অবৈধ উচ্ছেদে আমরা সফল হয়েছি। যাইহোক, পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে, আমি ও কলিগ বিজন'দা বুদ্ধিমত্তার সাথে কুশল ও সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে প্রায় দুই ঘণ্টার উত্তেজনা শেষ করে খুব সুন্দরভাবে বেরিয়ে আসি।

দাঁতমারা বাগানে ছোটখাটো এরকম অসংখ্য সমস্যা প্রায় প্রতিদিনই ফেস করতে হয়। **রাবার চুরি, গাছ কাটা, বাগানে আগুন ও জবরদখল রাবার বাগানের নিত্য ঘটনা হলেও দাঁতমারা বাগানের পরিবেশটা একটু ব্যতিক্রম। জিও-লোকেশনগত কারণেই এই বাগানের ইম্পর্টেন্সিটা অনেক বেশি। বাগানটার ভেতরে প্রায় ১০-১২ হাজার বসতবাড়ি, আর ভিতরে রয়েছে চলাচলের অসংখ্য রাস্তা। হেয়াকো বাজার এবং দাঁতমারা বাজার এখন অনেক বড় ব্যবসায়ী কেন্দ্র। বাগানটির ভিতর দিয়েই বয়ে গেছে খাগড়াছড়ির মহাসড়ক। তাছাড়া, বাংলাদেশ-ভারত ট্রানজিট সড়ক এই বাগানের ভিতর দিয়েই। এই বাগান শাসন করতে গিয়ে আমাদের অনেক কর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, আহত হয়েছেন।**

আমি দাঁতমারা থাকা অবস্থায়, পুলিশ ভাইদের সঙ্গে নিয়ে আমার সহকর্মীদের সাথে বিভিন্ন জবরদখল স্পটে অনেকবার রাউন্ড দিয়েছি। উচ্চপদস্থল পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন গাড়ি বহর নিয়ে আমরা বাগানে অনেকবার মার্চ করেছি। জনসংখ্যার চাপে এখন আমাদের রাবার গাছ টিকানো যতটা না কঠিন, তার চেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাগানের মাটি রক্ষা করা। পুরনো অভিজ্ঞ স্টাফদের সাথে কথা বলে যতটুকু জানতে পেরেছি, ২০১০ সালের দিকেও এই দাঁতমাড়া বাগানের অভ্যন্তর ঘরবাড়ির সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০০-৬০০। আর সেখানে জনসংখ্যার ঘনবসতি এখন লাগামহীন। রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায়, এইসব **জনবসতি এখন পানি, বিদ্যুৎ, সোলার প্যানেল, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং পাকা, সেমি-পাকা রাস্তাসহ সার্বিক রাষ্ট্রীয় সুবিধাদি নিয়ে এখন তারা স্বশ্বাসিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।**

আর্থ-সামাজিক বিচারে দাঁতমারা রাবার বাগানের প্রতি ইঞ্চি জমির মূল্য এখন অনেক অনেক গুণ। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল, পেশীশক্তি, রাজনৈতিক নামধারী চক্র বাগানের আনাচে-কানাচের জায়গা জমি দখল করতে উঁৎ পেতে আছে। চাইলেও সর্বশক্তি দিয়ে এদের টলানো এখন খুবই কঠিন। এই লক্ষ লক্ষ মানুষের পদচারণায় বাগানটির স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অর্ডার এখন খুবই চ্যালেঞ্জের মুখে। দাঁতমারা রাবার প্রশাসন প্রতিনিয়ত এই চ্যালেঞ্জের সাথে যুদ্ধ করে চলেছে। বাগানের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উচ্চপদস্থ ভিজিবিলিটি টিম গঠন করা এখন খুবই জরুরি। অন্যথায় ভবিষ্যতব্য নব নব ডায়নামিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে আমাদের আরো শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, যেটা আমাদের জন্য কখনোই সুখকর নয়।

পরিশেষে, এই রাবার গাছ, মাটি-ছায়া আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হুমকি আমরা মেনে নিতে পারি না। প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ এ বাগানে কাজ করে জীবন নির্বাহ করে। নিঃসন্দেহে, বন একটি নবায়নযোগ্য অর্থ ও শক্তির আধার-যদি কিনা একে পরিবেশবান্ধব উপায়ে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যায়। আমি একজন ক্ষুদ্র মাঠকর্মী হিসেবে, এই রাবার বনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি...।

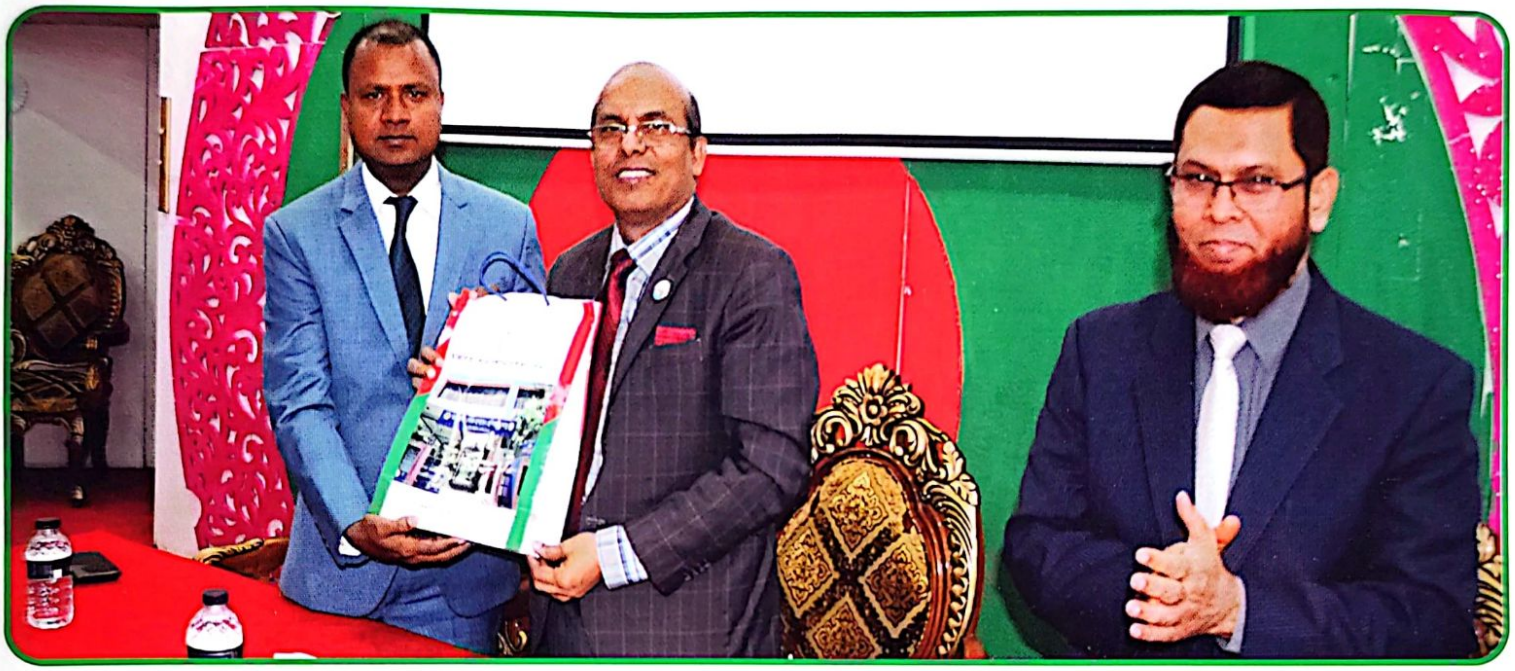

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান-যাত্রা হলো শুরু

পরিবেশ অধিদপ্তরে আমরা

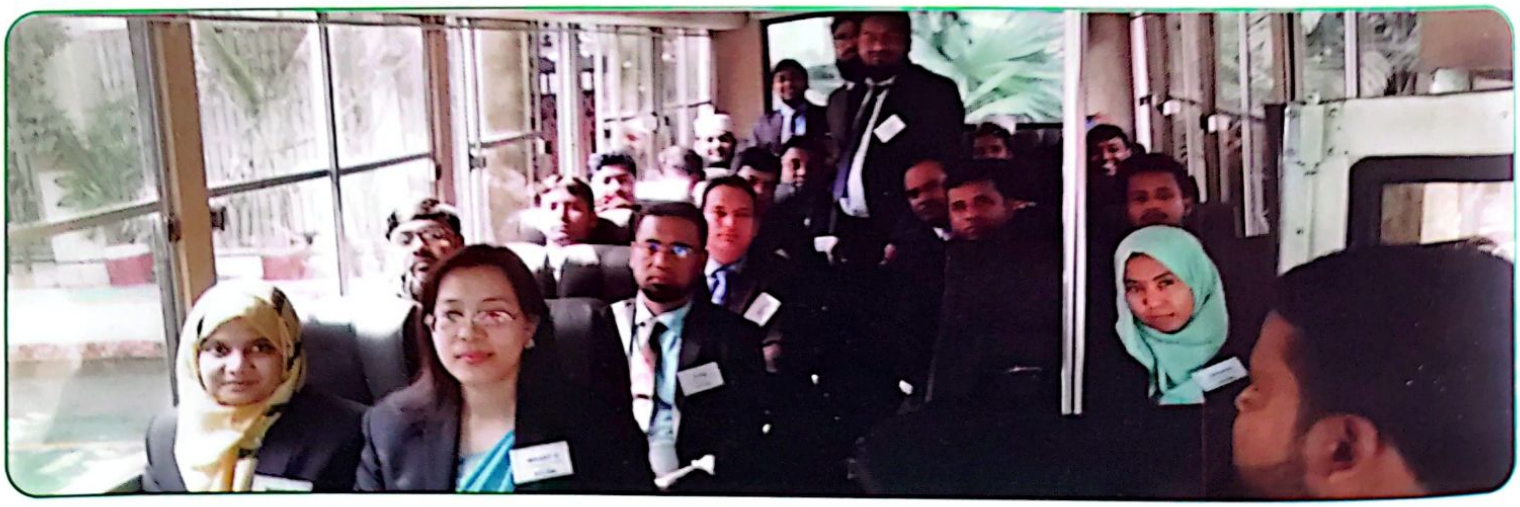

মাঠ সংযুক্তি

বীরপ্রতীক জনাব কাজী সাজ্জাদ আলী জহির মহোদয়ের সেশনে মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা

রেক্টর মহোদয়ের উপভোগ্য সেশন

বিএফআইডিসি চেয়ারম্যান মহোদয়ের সেশন

ড. মোঃ শামসুল আরেফিন (সাবেক সচিব) মহোদয়ের ক্লাসে আমরা

কোর্স পরিচালক মহোদয় যখন শিক্ষক

কোর্স সমন্বয়ক মহোদয়ের মনোমুগ্ধকর সেশনে আমরা

সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব মিজানুল হক চৌধুরী মহোদয়ের সাথে সেশনে

কম্পিউটার ক্লাসে মগ্ন আমরা

লাইব্রেরিতে আমরা

যেভাবে দিনের শুরু...

কয়েকজন নারী প্রশিক্ষণার্থী

দিনের শেষে পিটি সেশনে

কোর্স সমন্বয়ক মহোদয়ের সাথে খাবার টেবিলে

'হিমছড়ি'তে আমরা

আনন্দ ভ্রমণ

রাবার কাঠ শক্ত, টেকসই ও উন্নতমানের আপনিও রাবার কাঠের আসবাবপত্র ব্যবহার করুন।

রাবার সেক্টর

রাবার সেক্টরের কার্যক্রম

শিল্প সেক্টর

শিল্প সেক্টরের কার্যক্রম

সকল ধরনের আসবাবপত্র (রাবার ও বনজ কাঠের) ডিপিএম পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হয়।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

"বনশিল্প ভবন", ৭৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২-২২৩৩৮১০৬৬, ০২-২২৩৩৮২১১৯ ই-মেইল: chairman@bfidc.gov.bd, Website: bfidc.gov.bd

আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা